গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল নির্মাণশ্রমিকের

মেহেরপুরের গাংনীতে তুষার বিশ্বাস (২৭) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মরদেহ তার নিজ শয়নকক্ষ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তুষার বিশ্বাস একই এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তুষার বিশ্বাস পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তিনি বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন।

কয়েকদিন ধরে তার স্ত্রী ববিতা খাতুন মায়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এছাড়া গতকাল তার বাবা-মা এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান।

আজ বিকেলে তুষারের বাবা মনিরুল ইসলাম বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, বিদ্যুতের একটি ছেঁড়া তার ঘরের মধ্যে রয়েছে এবং তুষার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বিছানার ওপর বসা অবস্থায় আছেন।

তিনি ছেলেকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে শরীরে স্পর্শ করলে তুষার বিছানার ওপর পড়ে যান। তখন পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তুষার বিশ্বাসকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

কুষ্টিয়ায় আমগাছে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় আমগাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আসমত (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গত শনিবার সকালে উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের বালিয়াশিশা ক্যানেলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, নিজ বাড়ির আঙিনায় একটি আমগাছে উঠে আম পাড়ছিলেন আসমত। একপর্যায়ে তিনি আম পাড়ার জন্য বাঁশের লগা ব্যবহার করেন। এ সময় লগাটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল বাশার জানান, “নিজ বাড়ির আমগাছে উঠে আম পাড়ার সময় বাঁশের লগা বিদ্যুতের তারে লেগে যায়। এতে আসমত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তার মরদেহ গাছের ডালে আটকে থাকে।”

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গাছের ডাল থেকে মরদেহ নামিয়ে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করেন।

মিরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার নাসিম রেজা নীলু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ঘটনার পর স্বজনদের আহাজারিতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়রা বিদ্যুতের তারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফলদ গাছের আশপাশে থাকা বিদ্যুৎ লাইনের ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

গাংনীতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহিদুল ইসলাম (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার মড়কা বাজার সংলগ্ন মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শহিদুল ইসলাম উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত শাহাদাত মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মড়কা বাজারে শহিদুল ইসলামের একটি ধানের মিল রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিকটবর্তী মাঠে ধান চাষ করতেন। সকালে ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম জানান, মোটর চালুর সময় শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

রিকশাচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৫ মে) দুপুরে পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল ইসলাম বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত জজ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে রেজাউল ইসলাম নিজ বাড়ির ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ফ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মাল্টিপ্লাগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামে গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোঃ রিদয় হোসেন
(২৮) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে|

সে সলেমানপুর দিয়াড়েপাড়ার রফিকুলের ছেলে| রিদয় মায়ের সাথে মামার বাড়িতে থাকতেন| সোমবার (১১ মে) সকালে সলেমানপুর মল্লিক পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে|

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রিদয় হোসেন সকালে হামিদ মল্লিকের একটি গাছে আম পাড়তে ওঠেন| আম পাড়ার একপর্যায়ে গাছের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের ৩৩কেবি লাইনের তারের সাথে তার আম পাড়ার লগার স্পর্শ লাগে| এতে তিনি মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে যান|

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর ¯ ^◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়|এর পর অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়|

রিদয় হোসেনের এই অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে| স্থানীয়রা জানান, গাছের খুব কাছ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে|

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন| যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তুতি চলছে|

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টিন মিস্ত্রির মৃত্যু, আহত নারী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে দোকানঘরে টিনের ছাউনি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এনামুল হক নামে এক টিন মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

নিহত এনামুল হক ওই গ্রামের মৃত নজের আলীর ছেলে। এদিকে, এনামুল হককে বাঁচাতে গিয়ে মনোয়ারা খাতুন নামের এক নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত মনোয়ারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (৩ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাহারবাটি ক্লাবপাড়া এলাকায় এ

ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, দিনমজুর এনামুল হক ক্লাবপাড়া এলাকায় মিঠুর দোকানে টিনের কাজ করছিলেন। এ সময় টিনের উপর দিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারে স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেলাল হোসেন (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদী সাজিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বেলাল হোসেন ওই গ্রামের প্রবাসী মো. রকিবুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বেলাল নিজ বাড়িতে একটি লোহার পেরেক নিয়ে টেবিলের ওপর খেলছিল। এ সময় তার মা মোবাইল ফোনে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। অসাবধানতাবশত শিশুটি হাতে থাকা পেরেকটি টেবিলের ওপর থাকা বৈদ্যুতিক সকেটে প্রবেশ করালে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সন্ধানী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা এনামুল হক জানান, বেলাল টেবিলের ওপর বসে খেলছিল। এ সময় হাতে থাকা পেরেক সকেটে লাগলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন

এবং বিপজ্জনক বস্তু শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম জানান, পেরেক সকেটে ঢোকানোর ফলে শিশুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) উত্তম কুমার দাস জানান, ঘটনাটি জানার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বিদ্যুৎষ্পৃষ্ট হয়ে আজমল হোসেন (১৩) নামেষষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আজমল হোসেন দৌলতপুর উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের ফারাকপুর গ্রামের সাদ্দাম হোসেনের ছেলে এবং সে তারাগুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

নিহত স্কুলছাত্রের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বিকেলের দিকে নিজ বাড়ির গোসলখানায় গোসল করার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ দিতে গিয়ে সে বিদ্যুৎষ্পৃষ্ট হয়। এসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

এবিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তৌহিদুল হাসান তুহিন জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চিকিৎসা

নিতে আসা এক স্কুলছাত্র চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি মো. আরিফুর রহমান বলেন, বিদ্যুৎষ্পৃষ্ট হয়ে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনা তিনি শুনেছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ অবহিত করেননি। বিষয়টি জানানো হলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুত্বর আহত শ্রমিক আব্দুল মান্নান চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আব্দুল মান্নান সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকার আক্কাস আলীর ছেলে। জানা গেছে, সোমবার দুপুরের দিকে শহরের ফৌজদারি পাড়ায় বাপ্পী সরকার নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের টিন প্লাস্টিকের পাইপ লাগানোর ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের উচ্চভোল্টেজ সম্পন্ন মেইন লাইনের সাথে টিন বাধা তারের স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকা বার্ন ইউনিটে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেলে তিনি মারা যান।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিক আহত

মেহেরপুর শহরে নির্মাণাধীন একটি ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মান্নান (৪০) নামের এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের ফৌজদারীপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত মান্নান বামনপাড়া এলাকার আক্কাস আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মান্নান শহরের ফৌজদারী পাড়ার বাপ্পি সরকারের নির্মাণাধীন একতলা বাড়ির সিড়িঘরের উপরে টিনের ছাউনির কাজ করছিলেন। এসময় একটি প্লাস্টিকের পাইপ বাধতে গিয়ে ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের উচ্চভোল্টেজ সম্পন্ন মেইন লাইনের সাথে টিন বাধা তারের স্পর্শ লাগলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একতলা থেকে নিচে পড়েন। এসময় তার শরীরে আগুন লেগে তার শরীরের একটি বড় অংশ ঝলসে যায়।

ঘটনার পরপরই সহকর্মী ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আহতের শরীরের প্রায় ৪০ শতাংশ পুড়ে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা বার্ন ইউনিটে রেফার করা হয়েছে।